ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তথ্য অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মাসুম বিল্লাহ
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

ভূমিকা

২০১৯ এর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[১] যদিও এমন স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম প্রচেষ্টা বা দাবি বেসরকারি তথা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার কর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে। যার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সম্মলেনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ[২] হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে 'তথ্য অধিকার আইন' পাশ করা হয়। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন অনেক শক্তিশালী। গ্লোবাল রাইট টু ইনফরমেশন রেটিং ২০১৯ অনুযায়ী ১২৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের আইনটির অবস্থান ২৯তম,[৩] যা এই আইনের ফলে বাংলাদেশের জনগণের তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতে সৃষ্ট সুযোগের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। তথ্য অনুসন্ধান, প্রাপ্তি এবং তথ্য প্রকাশ ও উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা স্বাধীন মতপ্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। Universal Declaration of Human Rights এর আর্টিকেল-১৯[৪] এবং International Covenant on Civil and Political Rights এর আর্টিকেল-১৯[৫] এ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় অনুসঙ্গ যা একইসাথে বাক্স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত তিনটি প্রধান কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা জরুরি– অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মূলত ক্ষমতাকাঠামোকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে থাকে; সংঘটিত অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ এবং জনইস্যুতে বিতর্ককে উৎসাহিত করে থাকে।[৬] দুর্নীতি, অনৈতিক লেনদেন এবং যা কিছু ক্ষমতাসীন, সম্পদশালী ও প্রভাবশালীরা গোপন রাখতে চায় তার তথ্য প্রমাণসহ উপাস্থাপনার মাধ্যমে গণমাধ্যম যে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ, তা নিশ্চিত করে।

সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। তবে স্বাধীনতার প্রশ্নে সংখ্যার আধিক্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার সূচক নয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এমন কোনো বিষয় নয় যে, তা রাজনীতির বাইরে থেকে অর্জন করা সম্ভব। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এক ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ বিরাজ করছে, এরূপ ধারণা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের

[১] https://undocs.org/en/A/RES/74/5

[২] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1011.html

[৩] https://countryeconomy.com/government/global-right-information-rating

[৪] https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[৫] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

[৬] https://www.mediaupdate.co.za/media/147681/uncovering-the-importance-of-investigative-journalism

গণমাধ্যমের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সেন্সরশিপ বা নিয়ন্ত্রণ নতুন কোনো বিষয় নয়, যা সাম্প্রতিককালে কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সেন্সরশিপ এবং এর ফলশ্রুতিতে সংবাদকর্মীদের সেল্ফ সেন্সরশিপের চর্চার বিস্তার লাভ করেছে এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।[৭] এই নিয়ন্ত্রণের আইনগত ভিত্তি হিসেবে সম্প্রতি প্রণীত, উল্লেখযোগ্যহারে প্রয়োগরত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কতিপয় বিতর্কিত ধারার প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একইভাবে, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর ১৪ নং ধারা বেসরকারি সংগঠন তথা নাগরিক সমাজের জন্য সংবিধান ও সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বাধীন মতপ্রকাশে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

করোনা সংকটে বৈশ্বিক পর্যায়ের গণমাধ্যম ও তথ্যে অভিগম্যতা

করোনা অতিমারির তথ্য-উপাত্ত প্রদানে বিশ্বের কোনো দেশই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বা ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী শাসনকাঠামো অনুসরণকারী দেশসমূহের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য প্রদান না করার বা তথ্য ও মতপ্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীন গণমাধ্যমের উপস্থিতি দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করতে পারে[৮] এমন তত্ত্ব সর্ববাদিসম্মত। করোনা সংকটে সেই পুরনো সত্য নতুন করে হাজির হয়েছে যে, গনমাধ্যম স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলে করোনা এমন অস্বাভাবিক দ্রুততায় অতিমারির রূপ পরিগ্রহ করার সুযোগ পেত না। Reporters Without Borders (RSF) বলছে, গণমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপের অনুপস্থিতি ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা থাকলে চাইনিজ গণমাধ্যম করোনা অতিমারি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার সুযোগ পেত, যা সে দেশের হাজার হাজার মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে পারতো, পাশাপাশি করোনার বৈশ্বিক অতিমারি রূপ পরিগ্রহণ ও প্রতিহত করা সম্ভব হতো। University of Southampton এক বিশ্লেষণে বলছে করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হলে, চীনে ৮৬ শতাংশ সংক্রামণ কমানো সম্ভব হতো।[৯]

অন্যদিকে গণমাধ্যমের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বোঝাপড়ার ঘাটতির কারণে আমেরিকায় করোনা পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শুরু থেকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিডিয়াকে 'জনশত্রু বা জনগণের শত্রু' বলে অভিহিত করে আসছেন। করোনা সম্পর্কে মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ভুয়ো বলে প্রতিনিয়ত বিবৃতি দেওয়ায় তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০]

[৭] https://www.thedailystar.net/bangla-টেলিভিশন 'মনিটরিংয়ের' প্রজ্ঞাপন সংশোধনে স্বস্তির কিছু নেই
[৮] https://www.sas.upenn.edu/~dludden/BIHAR1967counterSen.pdf
[৯] https://rsf.org/en/news/if-chinese-press-were-free-coronavirus-might-not-be-pandemic-argues-rsf
[১০] https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/04/02/trumps-poor-relationship-with-the-media-has-made-the-us-covid-19-outbreak-worse/

করোনা সংকটে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও তথ্যে অভিগম্যতা

অতিমারির শুরুতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ভাষ্য ছিলো "করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সব প্রস্তুতি রয়েছে"।[১১] মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে "আমরা করোনার চেয়ে শক্তিশালী"[১২] বক্তব্য দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক। এ ধরনের অবস্থানের ভিত্তি কী ছিলো তা জানা যায়নি। কিন্তু যখন একের পর দুর্নীতি, অনৈতিক যোগসাজশ ও সমন্বয়হীনতার খবর গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া শুরু হলো, তখন স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার প্রবণতা দেখা গেল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে, সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১৩] সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কিছু শেয়ার করা, মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যা সরকারের জন্য বিব্রতকর।[১৪] একইভাবে, নিয়মিত ব্রিফিং ছাড়া সাক্ষাৎকার বা টকশোতে স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও মন্তব্যের কারণে অনেক সময় সরকারকে বিব্রত হতে হয় বিধায়, গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও টকশোতে অংশ নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মহাপরিচালকের (ডিজি) কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৫]

সমালোচনার মুখে দেশের ত্রিশটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মনিটরিং করার জন্যে ১৫ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণা বাতিল করা হলেও, এই বিষয়ে সংশোধিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে কোনো গুজব বা ভুল তথ্য প্রচার হচ্ছে কী-না, তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রচারমাধ্যমকে সহায়তা করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন সাবেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা লিখেছেন, "গণমাধ্যম ২৪ ঘন্টা মনিটর করা হয়, হচ্ছে।[১৬] বাংলাদেশে করোনার গতি প্রকৃতি জানা দুরূহ হয়ে পড়েছে। একমাত্র সরকারি সূত্র ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহ থমকে গেছে।[১৭]

করোনাকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর আওতায় মোট ৬৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং এই

[১১] https://www.dailyinqilab.com/article/264268/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6

[১২] https://www.somoynews.tv/pages/details/203945/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE

[১৩] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/covid-19/Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf

[১৪] https://www.article19.org/resources/bangladesh-alarming-crackdown-on-freedom-of-expression-during-coronavirus-pandemic/

[১৫] গণমাধ্যমে কথা বলতে স্বাস্থ্যের কর্মকর্তাদের অনুমতি নিতে হবে, প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০২০

[১৬] https://www.thedailystar.net/bangla-টেলিভিশন 'মনিটরিংয়ের' প্রজ্ঞাপন সংশোধনে স্বস্তির কিছু নেই

[১৭] সরকারি সূত্র ছাড়া করোনার খবর জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল; https://mybangla24.com/VOA-Bangla-News

সময়কালে ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৮] অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা নিয়ে এতো দুর্নীতি বিশ্বের আর কোনো দেশে হয়নি।[১৯]

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই-কমিশনার মিশেল বিসলো বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেছেন, করোনা সংক্রমণ বিষয়ে সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা এবং কথিত ভুল তথ্য প্রদানের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অনেক মানুষকে গ্রেফতার এবং অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা না পাওয়া, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাদি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ ও মতামত প্রকাশের জন্য মাঠ পর্যায়ের সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, পেশাদার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি হয়রানি ও প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে।[২০]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– "চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল"...যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে– "প্রত্যেক নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা অধিকারের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল"।[২১] একইভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এ বলা হয়েছে "যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, সায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে।" আইনের প্রাধান্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "প্রচলিত অন্য কোনো আইনে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।"[২২]

অথচ বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের জন্য প্রায় ৫০টি আইন ও নীতিমালা রয়েছে, যার প্রায় প্রতিটি সুস্থ সাংবাদিকতা বিকাশে কিছু কিছু সুযোগ সৃষ্টি করলেও, অনেক ক্ষেত্রেই মূলত নিয়ন্ত্রণমূলক। এর মধ্যে বহুল আলোচিত নিবর্তনমূলক 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮' অন্যতম।[২৩] এই আইনের বেশ কিছু ধারা সরাসরি স্বাধীন মতপ্রকাশ, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও গবেষণা কার্যক্রমে তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। অবশ্য আইনটি যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিলো, তার ফলাফল এখন সকলের

[১৮] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/covid-19/Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf
[১৯] দেশে করোনা সংক্রমণের ৬ মাস: নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দুর্নীতি বড় বাধা, প্রথম আলো, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০
[২০] https://www.voabangla.com/a/bd--ak--6-7-20/5452840.html
[২১] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30005.html
[২২] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1011.html
[২৩] https://countryeconomy.com/government/global-right-information-rating

কাছেই পরিষ্কার। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী যথার্থই বলেছিলেন, "এমপিদের মান-ইজ্জত রক্ষা করতেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।"[২৪] Reporters Without Borders বলছে 'নেতিবাচক প্রচারণা' চালালে ১৪ বছরের কারাবাসের বিধান থাকায় 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' সাংবাদিক ও সম্পাদকদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব অবস্থানে পৌঁছেছে।[২৫] আসলে এক ধরনের ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম বা ব্যক্তি, সবার মাথার ওপর ঝুলছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খড়্গ।[২৬] ২০১৮ সালের শুরু থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত সারা দেশের ১৮০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও ৫৭ ধারায় মামলা হয়েছে।[২৭]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সৎ ও নির্ভীক কর্মকর্তাগণ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সময়ে অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রদান করে থাকেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে The Official Secrets Act, 1923 এর কার্যকরতা সংকুচিত হয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। বৃটিশ আমলের সেই আইনে তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গের দায়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শাস্তির বিধানের কথা বলা ছিলো। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ তে একই বিষয় যদি কেউ ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে সংঘটিত করে থাকে সেক্ষেত্রে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে।[২৮] যদিও 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' এ বলা হয়েছে যে, "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশের কারণে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোন বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাইবে না।"[২৯] কিন্তু প্রশাসনিক কাঠামোতে এখন পর্যন্ত এই আইনটির ব্যবহার কেউ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

এছাড়া, স্বাস্থ্যখাতের কেনাকাটায় লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে গবেষণা, জরিপ ও অন্যকোনো তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ, বিনা অনুমতিতে স্থিরচিত্র বা ভিডিওচিত্র ধারণ না করা এবং সংগৃহীত তথ্য প্রকাশের আগেই বস্তুনিষ্ঠতা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা সম্বলিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা জারি করা হয়।[৩০]

আইনগত বাধার পাশাপাশি বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট এক শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দের সমালোচনা সইবার সৎসাহসের অভাব। গত জাতীয় নির্বাচনে খুলনার বোটিয়াঘাটায় রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত ভোটারের চেয়ে ২২ হাজার ভোট বেশি কাস্ট হওয়ার

[২৪] https://www.banglatribune.com/national/news/288177/%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A
[২৫] https://rsf.org/en/bangladesh
[২৬] বিশেষ সাক্ষাৎকার: ইফতেখারুজ্জামান, করোনা মোকাবিলায় এত দুর্নীতি অন্য কোনো দেশে হয়নি, প্রথম আলো, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
[২৭] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/media-release/6095-2020-06-20-12-15-35
[২৮] https://namati.org/resources/restrictions-civic-space-globally-vol1-asia-pacific/
[২৯] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1072/section-41353.html
[৩০] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/media-release/5983-2020-01-15-02-58-09

প্রতিবেদন করায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয় এবং তাদের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।[৩১] কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক ও প্রশাসনের অনিয়মের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করার কারণে মধ্যরাতে বাড়িতে ঢুকে বাংলা ট্রিবিউনের জেলা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম রিগানকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে।[৩২]

দৈনিক কক্সবাজার বাণী ও জনতার বাণী নিউজ পোর্টালের সম্পাদক ফরিদুল মোস্তফা, মিয়ানমারের সাথে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক এবং মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের যোগসাজশে ক্রোসফায়ার ও চাঁদাবাজির ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর জেরে ফরিদুলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মাদকসহ ৬টি মামলা দায়ের করা হয়। প্রাণ ভয়ে ঢাকা চলে আসলে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে ঢাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে টেকনাফ থানায় এনে নির্যাতন করা হয়। ১১ মাসের কারাভোগের পর সিনহা হত্যা মামলায় তৎকালীন ওসি প্রদীপের গ্রেফতারের পর, এ ঘটনা সামনে আসে এবং সাংবাদিক হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত পান। আশ্চার্যজনক বিষয় হলো, এই ঘটনার ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে তাঁর পরিবার আইনের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে সাহস করেনি। ফরিদুল নিজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রী, পুলিশ প্রধানের কাছে আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পাননি।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরএসএফ– এর এশিয়া প্যাসিফিক ডেস্কের প্রধান বলেন, "ফরিদুল মোস্তফার ঘটনাই প্রমাণ করে যে, দুর্নীতির ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে, বাংলাদেশ পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার। যাতে করে সংবাদকর্মীগণ নির্যাতন, ভয়-ভীতি ও শঙ্কার ঊর্ধ্বে উঠে দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরতে পারে।"[৩৩] সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে, মিথ্যা তথ্য প্রচারের দায়ে সরকারদলীয় সাংসদের মামলায় পর তিনি নিখোঁজ থাকার ৫৩দিন পর, হাত-পা ও চোখ বাধা অবস্থায় বেনাপোল সীমান্ত থেকে 'উদ্ধার' করা হয়।[৩৪]

পুলিশের মহাপরিদর্শক বরাবর, ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের পাঠানো একটি চিঠি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে অন্তত এক ডজন সাংবাদিকদের চিঠি দেওয়া হয়। চিঠি পাওয়া একাধিক সাংবাদিক ডিএমপি থেকে চিঠি দিয়ে তাঁদের ডাকার বিষয়কে হয়রানি বলে মনে করেছেন। এটি ভীতিকর একটি পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে, যার কারণে ভবিষ্যতে স্বাধীন সাংবাদিকতাও বাধাগ্রস্ত হবে; সোর্সরা আর গোপন তথ্য দিতে চাইবেন না বলে তাঁরা মনে করেছেন।[৩৫]

[৩১] https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/khulna-journalist-arrested-under-digital-security-act-1681558
[৩২] https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2020/03/15/886193
[৩৩] https://rsf.org/en/news/bangladeshi-journalist-tortured-police-held-nearly-year
[৩৪] https://www.hrw.org/news/2020/08/11/bangladesh-joint-call-release-journalist-shafiqul-islam-kajol
[৩৫] https://www.banglatribune.com/others/news/628460/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B6-

এ প্রেক্ষিতে সরকার দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশি তৎপর এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা মনে করছেন, "দুর্নীতির যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তা 'হিমশৈলের চূড়ামাত্র'। নানা কৌশলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিসরকে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা কঠিন।"[৩৬]

দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমে কর্মরত থেকে সুনামের সাথে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা করার পরও শেষ পর্যন্ত চাকরি ছাড়তে বাধ্য হওয়ার মতো ঘটনাও এখন বিরল নয়। এমন একজন গণমাধ্যমকর্মী টিআইবিকে বলেন, "বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে মিডিয়া হাউজগুলো খুব আগ্রহী নয়। এর কারণ রাজনৈতিক চাপ এবং মালিক পক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থ। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রবল। একজনকে যখন হয়রানি বা নির্যাতন করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হন না। এক ধরনের আতঙ্ক থেকে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু ব্যবসায়িক কারণে মিডিয়া হাউজগুলোতে ব্যাপক ছাটাই চলছে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্যও অশনিসংকেত। তবে বর্তমানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন একশ্রেণির সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ও সিনিয়র সংবাদকর্মীগণ। তাঁরা বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দুর্নীতিবাজদের পক্ষে লবিস্ট হিসেবে কাজ করছেন। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার না করার জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে কখনও অনুরোধ, কখনও বা চাপ আসাটা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, যা উপেক্ষা করা একজন সংবাদকর্মীর জন্য সত্যিই অসম্ভব। তাছাড়া, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার বিষয়, হঠাৎ করে চাইলেই এটা সম্ভব নয়। একজন সংবাদকর্মীকে তৈরি হতে হয়। আমি দীর্ঘ ২১ বছর যাবত সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত, ১৮ বছর পর আমার মনে হয়েছে যে, আমি ঘটনার গভীরে গিয়ে একটি ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছি। এই যে তৈরি হওয়া, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে।"[৩৭]

আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্র আরো সংকুচিত। বিভাগীয় শহরের একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মনে করেন, "আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অসম্ভব। আইনি বিধিনিষেধ, রাজনৈতিক চাপ, প্রভাবশালীদের হুমকি-ধামকি বাদ দিলেও, স্থানীয় পর্যায়ে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারি অফিসের বিজ্ঞাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ধরুন– বছরে ডিসি অফিস থেকে ১০টি এবং এসপি অফিস থেকে ৪টি বিজ্ঞাপন আসে। আমি যদি তাঁদের স্বার্থের আঘাত লাগে এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকেরই রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মোটেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অনুকূলে নয়। মাঠ পর্যায়ে শক্তিশালী বিরোধীদল না

[৩৬] https://www.prothomalo.com/opinion/interview- বিশেষ সাক্ষাৎকার: ইফতেখারুজ্জামান, করোনা মোকাবিলায় এত দুর্নীতি অন্য কোনো দেশে হয়নি, প্রথম আলো, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

[৩৭] ঢাকার একটি স্বনামধন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন

থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।"[৩৮]

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যম

সার্বিকভাবে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের পরিসর ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে আসছে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২০ অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫১তম। যেখানে মিয়ানমারের অবস্থান ১৩৯তম, ভারতের ১৪২ এবং পাকিস্তানের ১৪৫তম।[৩৯] ফ্রিডম হাউজের হিসাবে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের 'ফ্রিডম অন দ্য নেট' আগের বছরের চেয়ে পাঁচ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। ৪৯ থেকে ৪৪ এ নেমে এসেছে।[৪০]

ফ্রিডম হাউজ পরিচালিত 'ফ্রিডম ইন দি ওয়ার্ল্ড ২০২০' এর সূচকে বাংলাদেশ ১০০ স্কেলে ৩৯ পেয়েছে। যেখানে রাজনৈতিক অধিকারের বিবেচনায় ৪০ এর মধ্যে ১৫ এবং নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে ৬০ স্কেলে ২৪। সার্বিক বিবেচনায় 'আংশিক মুক্ত' অবস্থানে আছে। গত বছর স্কোর ছিলো ৪১। এক্ষেত্রে 'নাগরিক স্বাধীনতার' অংশ হিসেবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সার্বজনীন মানবাধিকারের আলোকে এই গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।[৪১]

বাংলাদেশে আইনের শাসনের অবনতি ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অবনতি একইসূত্রে বাঁধা। গণমাধ্যমের ওপরে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি বা সেন্সশিপের অর্থই হচ্ছে সমাজের ওপরে নিজেদেরই বিশ্বাসহীনতার প্রতিফলন। আর এমন পরিস্থিতিতে প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঘাটতি পড়ে সমাজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপস্থিতির। গণতন্ত্র অনুপস্থিত, কিন্তু মিডিয়া স্বাধীন, এমন দেশের সন্ধান এখনও পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের অবস্থা অনুসরণ করে যে সব প্রতিষ্ঠান, তাদের দেওয়া তথ্যে দেখা যায় যে, মূলধারার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যখন সংকুচিত হয় সেই একই সময়ে সাইবার স্পেসেও মানুষের কথা বলার অধিকার হ্রাস পায়। আবার সাইবার স্পেসে যখন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আলাদা করে গণমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করে না।[৪২]

গুজব বা অপপ্রচারের কোনো সংজ্ঞা আদৌ আছে কী-না সেটা অনেক পুরনো প্রশ্ন। কিন্তু এ ধরনের কারণে যখন আইনের বিষয় থাকবে বা সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হবে, তখন তাতে এক ধরনের সংজ্ঞা দেওয়া জরুরি। অন্যথায় যে-কোনো কিছুতেই আইন ভঙ্গ বলে বিবেচনা করা যাবে। যে-কোনো কিছুকেই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা এবং জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি বিবেচিত হলে যে-কোনো ধরনের তথ্য

[৩৮] একটি বিভাগীয় শহরে দীর্ঘদিন যাবত বেশ সুনামের সাথে একটি মানসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন

[৩৯] https://rsf.org/en/ranking

[৪০] টেলিভিশন 'মনিটরিংয়ের' প্রজ্ঞাপন সংশোধনে স্বস্তির কিছু নেই, আলী রীয়াজ, দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০২০

[৪১] https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2020

[৪২] টেলিভিশন 'মনিটরিংয়ের' প্রজ্ঞাপন সংশোধনে স্বস্তির কিছু নেই, আলী রীয়াজ, দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০২০

উপাত্তের ব্লক বা বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই টার্মগুলোর কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় প্রভাবশালী ক্ষমতাবানদের সুবিধার্থে এর অপব্যবহার করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার প্রেক্ষিতে বুয়েট-শিক্ষার্থীদের একটি অনলাইন পেজ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) ব্লক করে দেয়। যেখানে বুয়েটের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীগণ নামে-বেনামে প্রায় ১৭৫টি অভিযোগ করেছিলো।[৪৩]

বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও স্বাধীন মতপ্রকাশের ভবিষ্যত

নানা কৌশলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিসরকে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করা কঠিন। অন্যদিকে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সুশীল সমাজের কার্যকর ভূমিকা পালনে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর ১৪ ধারা অন্যতম প্রতিবন্ধক। যেখানে বলা হয়েছে, "কোনো এনজিও বা ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রনীত কোনো বিধি বা আদেশের বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন এবং সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক ও অশালীন কোনো মন্তব্য করিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করিলে...অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। শাস্তি হিসেবে ১৫ এর খ তে বলা হয়েছে "নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত এনজিও বা সংস্থার অনুকূলে ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন বাতিল, স্থগিত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবেন।"[৪৪]

এছাড়া, করোনা সংকটের কারণে প্রতিনিয়ত সাংবাদিকগণ চাকুরি হারাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম যাদের বার্ষিক লভ্যাংশ ঈর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও কর্মী ছাটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এমতাবস্থায়, আইনের খড়্গ, মালিকপক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ, প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে টিকে থাকা গণমাধ্যমকর্মীর যদি এই মহাসংকটে রুটি-রুজির ব্যবস্থাই না থাকে, তাহলে সাংবাদিকতাকে ভবিষ্যত পেশা হিসেবে গ্রহণে মেধাবী ও ত্যাগী মানসিকতার যে সংকট দেখা দেবে, তার ক্ষতি পুষিয়ে গণমাধ্যম আদৌ কী স্বাধীন ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে?

ইতোমধ্যে করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রশিল্পকে রক্ষায় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে নিউজপেপারস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। এক বিবৃতিতে নোয়াব বলছে, কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি থমকে গেছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে দেশের সংবাদপত্রশিল্পের ওপর। এ শিল্প এখন প্রায় ধ্বসের দ্বার প্রান্তে। এমন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রশিল্পকে

[৪৩] https://globalvoices.org/2019/10/10/bangladesh-regulator-blocks-engineering-university-webpage-containing-reports-of-student
[৪৪] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1197/section-45432.html

রক্ষায় সহজ শর্তে ঋণ ও প্রণোদনা এবং সরকারের কাছে পাওনা বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপনের বিল দ্রুত পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে নোয়াব।[৪৫]

উপসংহার

নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার ও সরকারের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতায় গণমাধ্যমের অবাধ ও মুক্ত ভূমিকা পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতে তথ্য গোপন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিবন্ধক। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ডে সম্পূর্ণ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ কে পূর্নমূল্যায়ন করে নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ বাদ দিতে হবে। একইভাবে রহিত করতে হবে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ এর ১৪ নং ধারা। অবিলম্বে গণমাধ্যমকে জরুরি সেবাখাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সংবাদকর্মীদের নিয়মিত বেতনভাতা ও প্রনোদনা নিশ্চিতের জন্য রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ঘোষিত স্বল্প হারে ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি পেশাদারি মনোভাব নিয়ে গণমাধ্যম মালিকদের সংগঠন– নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) ও অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো), সম্পাদক পরিষদ, এডিটরস গিল্ড এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নিতে হবে।

একটি কার্যকর গণমাধ্যম এবং জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল পার্থক্যই গড়ে দেয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। কারণ সুশাসনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা, শুদ্ধাচারের ব্যত্যয় এবং দুর্নীতির তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশের মাধ্যমে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত সরকারের অধিকতর কার্যকারিতা, নৈতিক আচরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪৬] এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা স্বাধীন গণমাধ্যম সবচাইতে কার্যকর মাধ্যমগুলোর একটি। এজন্য একে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বরং সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৪৭]

সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসব অভীষ্টের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট-১৬। যেখানে শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বির্নিমাণের কথা বলা হয়েছে। এই অভীষ্টের লক্ষ্যমাত্রা-১৬.৫ এ সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা এবং লক্ষ্যমাত্রা-১৬.১০ এ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান করার কথা, অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৮] অন্যদিকে সরকার প্রধান অত্যন্ত

[৪৫] সংবাদপত্রশিল্পকে রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান, প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০২০

[৪৬] https://archives.cjr.org/the_observatory/the_survival_of_investigative.php

[৪৭] http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/The-role-of-media-and-investigative-journalism-in-combating-corruption.pdf

[৪৮] https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/6e699ad0_ca13_401c_ad6e_b83356511fac/SDGs%20Bangla%20Version_11.09.2018.pdf

জোরালোভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতার' ঘোষণা দিয়েছেন এবং প্রায়শ যৌক্তিক কারণেই তার পুনরাবৃত্তি করেন। এক্ষেত্রে সত্যিকারের স্বাধীন গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগের উপস্থিতির অভাবে তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এই সত্য– সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনায় আসা জরুরি।